আর্ক ব্যান্ডের ভোকাল হাসান। হাসান মানেই লম্বা চুল, কালো পোশাকে অস্থির এক যুবক। সেদিন জনকণ্ঠের পাঠকদের জন্য কিছুটা স্থির হয়েছিলেন। জানালেন, তাঁর বলা না বলা অনেক কথা।

প্রিয় ছেলেবেলা ঃ আমার বড়দি আমাকে খুব ভালবাসেন। যখন আমি ছোট ছিলাম তখন সব সময় তাঁর সাথে থাকতাম। দিদি নাটক করতেন। সেই সুবাদে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাথে চলাফেরার একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। তখন থেকেই এই জগতটার প্রতি একটা দুর্বলতা জন্ম নেয়। যদিও আমি গান গাওয়া শুরু করি অনেক পরে।

সা, রে, গা, মা ঃ সত্যি কথা বলতে কি, আমার তেমন কিছু শেখা হয়নি। মাত্র তিন বছর গান শিখেছি। সেটাও পুরোপুরি শুদ্ধভাবে শিখতে পারিনি। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এতদিন নানা ধরনের ব্যস্ততার কারণে শেখা হয়ে ওঠেনি। তবে এখন আমার জীবন অন্যরকম। মিতার (স্ত্রী) মতো একজনকে পেয়েছি। কিছুটা গোছালো হয়েছি। এবার অবশ্যই শিখব।

বুকের ভিতর কষ্টের সাগর ঃ আমার খুব কাছের মানুষকে বলতে শুনেছি–– হাসান আবার গায়ক হলো কবে? গিটার নিয়ে টুংটাং করলেই গায়ক হওয়া যায় না। এ ধরনের কথায় খুব কষ্ট পাই। কারণ, আমি অনেক শ্রম, ত্যাগ, অপেক্ষার পর এ অবস্থানে এসেছি।

শুধুই ভুল ঃ আমি একের পর এক ভুল করেছি। সেই ভুল থেকে অনেক কিছু শিখেছি। ভবিষ্যতে এগুলো কাটিয়ে উঠতে পারব বলে আমার বিশ্বাস।

কখনও ভুলব না টুলু ভাইকে ঃ আমার গানের হাতেখড়ি বলতে গেলে টুলু ভাইয়ের কাছেই। উনি যখন দেশে ছিলেন তখন আর্কের সবাই উঁনার বাসায় যেতাম। নতুন নতুন গানের সুর করা হতো। একটা অন্য ধরনের আড্ডা হতো। আশিকুজ্জামন টুলু অর্থাৎ আমাদের টুলু ভাই না থাকায় আর্ক কিছুটা আগোছালো। তবে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আর্ককে গোছাবার জন্য।

দোষ দেব না ঃ আমাদের দেশে ব্যান্ডের যে সব ছেলে আছে তাদের শেখার সুযোগ খুবই কম। নানা ধরনের বিদেশী গান থেকে শিখতে হয়। সে ক্ষেত্রে কেউ যদি দু'একটি ইংরেজী গান দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহলে তাঁকে ঠিক সেভাবে দোষ দেয়া যাবে না।

আমার গান ঃ লোক সঙ্গীত হচ্ছে আমাদের শেকড়। আমাদের আত্মার গান। কিন্তু ইদানিং লোক সঙ্গীতের নামে যা হচ্ছে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমি একজন ছোট শিল্পী তাই বড় কোন কথা বলব না। তবে এতটুকু বলি, লোক সঙ্গীত যেভাবে আছে তাকে সেভাবে থাকতে দাও।

বাঁশি, তবলা, ঢোল ঃ আমরা চাইলেও অনেক কিছু করা সম্ভব হয় না। আমাদের বাজেট খুবই কম থাকে। এর জন্য কোম্পানিগুলোকেও দায়ী করা যায় না। কারণ বাজার ছোট। তারপরেও আমরা চেষ্টা করছি বিদেশী বাদ্যের সাথে দেশীয় বাদ্যের একটা সমন্বয় ঘটাতে।

হৈ হৈ রৈ রৈ ঃ ব্যান্ডের জনপ্রিয়তা মোটেই কমেনি। আগে যেখানে ক্যাসেট বেরুত ২টি এখন সেখানে বেরুচ্ছে আটটি। তাহলে ক্যাসেট বিক্রি তো কমবেই। আর কনসার্টে দর্শক কম হবার জন্য দায়ী আয়োজকরা। অনক সময় তারা ঠিক মতো প্রচার করতে পারে না। আবার কখনও দেখা যায় নির্দিষ্ট দিনে কনসার্ট হচ্ছে না। এ সব কারণে দর্শকদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। তারপরেও সফল কনসার্ট যে হচ্ছে না তা কিন্তু নয়। অনেক সফল কনসার্ট হচ্ছে।

গায়ক নেই ঃ আমাদের দেশে প্রচুর ব্যান্ড আছে। কিন্তু ব্যান্ডের গান গাইবার জন্য যে ধরনের কণ্ঠের প্রয়োজন তা বেরিয়ে আসছে না। এই কারণেই প্রতিষ্ঠিত ব্যান্ডের সংখ্যা কম।

দু'জনে মিলে ঃ আমি সব সুরকারের সাথে কাজ করি। প্রিন্স মাহমুদের সাথে বোঝাপরাটা চমৎকার হয়। তাই বোধ হয় প্রিন্সের সুরে বেশ কিছু গান জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

তাল-গান ভালবাসি ঃ এই প্রথম আমার একক এ্যালবাম বাজারে এলো। আমি ও প্রিন্স উভয়ে চেষ্টা করেছি ভাল গান করার জন্য। কতটুকু পেরেছি তা নির্ভর করছে আপনাদের রায়ের ওপর। তবে এতটুকু বলতে পারি, বারোটি গান বারো স্বাদের করেছি। আন্তরিকতার কোন কমতি ছিল না।

ভবিষ্যত ভাবনা ঃ আমি যে ভুলগুলো করেছি তা যেন আর না হয়–এটাই আমার একমাত্র ভাবনা।

ভালবাসাবাসি ঃ যারা আমাকে ভালবাসে তাদেরকে বলি–আমি একদিন চলে যাব। তোমরা আমাকে ভুলে যাবে। দুঃখ নেই। শুধু একটা অনুরোধ, কোন একজন আমার কোন একটি গান মনে রেখ যার মধ্যে হাসান রবে আরও কিছু দিন।

কিছুদিন নয় হাসান তুমি রবে সুরের আকাশের শুকতারা হয়ে আজীবন।

রাজীব আহমেদ

–দেখুন, আমি কিন্তু বাঙালী মেয়ে। বাঙালী কালচারে আমি অভ্যস্ত। আপনাদের আর আমাদের কালচার একই রকম। এই জন্য বাংলাদেশী ছবিতে কাজ করছি। তা ছাড়া আমার পরিকল্পনা হলো– বাংলাদেশী ছবিতে ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে চাই। তাই বলে মুম্বাইয়ের ছবিতে কাজ করার ইচ্ছা নেই– তা কিন্তু নয়। ভাল সুযোগ পেলে অবশ্যই মুম্বাইয়ের ছবিতে কাজ করব।

–বাংলাদেশী কোন ছবি দেখেছেন আপনি?

– হলে গিয়ে কিংবা ভিডিওতে দেখার সুযোগ হয়নি। তবে স্যাটেলাইট চ্যানেলে "আম্মাজান" ছবিটি দেখেছি।

–তা হলে আপনার দৃষ্টিতে কলকাতা আর ঢাকার ছবির মধ্যে পার্থক্য কি?

– কলকাতার ছবি স্লো। পারিবারিক দ্বন্দ্বমুখর ড্রামাটিক কাহিনী হলো কলকাতার ছবি উপজীব্য। ঢাকার ছবি ফাস্ট। মারপিট বেশি। বোম্বে ধাঁচের। সহজ কথায় বলা যায়, বোম্বেকে অনুসরণ করছে বাংলাদেশ।

–আচ্ছা, আপনি কি জানেন, ঢাকাই ছবির নায়িকা হতে গেলে সাহসী এবং উদার মানসিকতার হতে হয়?

– প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। একটু স্পষ্ট করে খুলে বলবেন?

–সহজ কথায় বলছি। ক্যামেরার সামনে গায়ের কাপড় শিথিল করার ক্ষেত্রে আপনি কতখানি সাবলীল থাকতে পারবেন?

– আমি কিন্তু অযাচিত কোন কিছুই পছন্দ করি না। নায়িকা হিসাবে আমাকে যেমন পোশাকে মানাবে, তেমন পোশাকেই নিজেকে ক্যামেরার সামনে দাঁড় করাব। এমন পোশাক গায়ে চাপাতে রাজি নই, যাতে আমার ফিগার বিকৃত লাগবে আর আমাকে ভালগার মনে হবে।

– আপনার জন্ম ১৬ মে। জন্মসূত্রে আপনি বৃষ রাশির জাতিকা। এই রাশির জাতিকাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তারা খুব সুন্দরী। আপনি নিজেকে কি সত্যিই সুন্দরী মনে করেন?

–হ্যাঁ, আমি সুন্দরী। সেই সাথে খুব আত্মবিশ্বাসী।

–তার মানে আপনি নায়িকা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবার ক্ষেত্রে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী?

– ঠিক তাই। অবশ্যই নায়িকা হিসাবে আমি প্রতিষ্ঠা পাব।

তুষার আদিত্য

জীবনমুখী শিল্পী ইয়ানি

ইয়ানি ক্রিসোমালিসের জন্ম ১৪ নবেম্বর, ১৯৫৪। বড় হয়েছেন গ্রীসের কালামাটায়। সঙ্গীতে প্রাথমিক খ্যাতি আসার আগে ধরেছিলেন অন্য পথ। ১৪ বছর বয়সে ইয়ানি সাঁতারে একটি জাতীয় রেকর্ড ভেঙ্গেছিলেন গ্রীসের। তখনও তাঁর স্বপ্ন ছিল একজন অলিম্পিক সাঁতারু হওয়ার। ১৯৭২-এ তিনি চলে আসেন যুক্তরাষ্ট্রে। সাইকোলজিতে বিএ ডিগ্রী লাভ করেন মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

শিক্ষাজীবন শেষে ইয়ানি মিনিয়াপোলিসভিত্তিক 'ক্যামেলিওন' নামের একটি রক ব্যান্ডে কী-বোর্ডিস্ট হিসাবে সঙ্গীত জীবন শুরু করেন। তার পরের ঘটনা আজ ইতিহাস। এখন তাঁর রয়েছে নিজের রেকর্ডিং স্টুডিও। এক কোটিরও বেশি বিক্রি হয়েছে তাঁর এ্যালবাম। তিনি একজন স্বশিক্ষিত সঙ্গীতকার। কিন্তু ইয়ানি সঙ্গীতের নোটেশন না পারেন লিখতে বা পড়তে। তবুও তাঁর কম্পোজিশন নিজের বিশেষ শর্টহ্যান্ডে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর রয়েছে নিখুঁত স্বরগ্রাম এবং রচনা করেন নিজস্ব সুর।

যদিও ইয়ানির বেশিরভাগ এ্যালবাম প্রাইভেট মিউজিক রেকর্ড লেভেল থেকে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু ভার্জিন রেকর্ডস/ইএমআই-এর সঙ্গেও তিনি সাইন করেছেন। অজস্র টিভি ও ফিচার ফিল্মের সাউন্ডট্র্যাক করেছেন। কমার্শিয়াল মিউজিকেও কাজ করেছেন বিস্তর। এখন তিনি মার্কিন নাগরিক।

যে ক'জনের মিউজিক পছন্দ করেন, তাঁদের মধ্যে ইয়ানির সবচেয়ে প্রিয় হলেন পিটার গ্যাব্রিয়েল। এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, 'এ যে আসলেই বিস্ময়কর। কিন্তু তাঁরা আমার সঙ্গে কথা বলেন ঐকতান ও স্বরলিপির মাধ্যমে। কম্পোজারকে অনুভব করতে পারি। আমি দেখতে পাই নির্মাতার আত্মা।'

অনেক বছর ধরে অভিনেত্রী লিন্ডা ইভান্সের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে পত্র-পত্রিকায় মুখরোচক সমালোচনা হয়েছে। ইয়ানির চেয়ে লিন্ডা বয়সে বড়। ১৯৯৮ সালের প্রথম ভাগে তাঁরা এক বিবৃতি দেন ছাড়াছাড়ির। বস্তুত তা ছিল সমঝোতামূলক বিচ্ছেদ।

তাঁর ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ ব্রেকটি আসে জন্মভূমি গ্রীসের এ্যাক্রোপলিসে লাইভ পারফরমেন্সে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তীতে ইয়ানি বলেন, 'এই কনসার্ট ছিল আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে চরম উত্তেজক একটি বিষয়। গ্রীসে এটি ছিল আমার প্রথম পরিবেশনা। নিঃশেষ হয়ে যাওয়া সব টিকিট, চমৎকার শ্রোতা–এ ছিল আমার জীবনের আবেগময় এক অভিজ্ঞতা।'

এই গ্রীক মিউজিশিয়ান তাঁর সঙ্গীতকে সব সময় করেন দর্শনায়িত, বিশেষ করে কী-বোর্ডে। তাঁর জবানী 'সিম্ফনী সৃষ্টি করতে পারে শব্দের অপূর্ব দোলা, সৌন্দর্য ও আবেগ, যা মানবিক অনুভব ও লালিত্যের অংশ। বিশেষত কী-বোর্ডে সৃষ্ট আবেদন শুধু শ্রুতির সুখ নয়, তা আবেগেরও প্রবাহ নিয়ে আসে...।'

ইয়ানি বিশ্বাস করেন 'সঙ্গীত সাধনা মনুষ্যজীবনের জন্য কিছু প্রকৃত অবদান রাখা। আমার লক্ষ্য হলো, মানুষের আবেগের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া। আমি গ্রহণ করি জীবনের অভিজ্ঞতা এবং তা শ্রোতার কাছে সৃষ্টি করে আশাব্যঞ্জক প্রভাব'– এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেন।

তিনি একজন আশাবাদী ও জীবনমুখী শিল্পী এবং তাঁর সঙ্গীতের মধ্যেও এই প্রণোদনা। তাঁর অভিমত : 'শ্রোতাদের সঙ্গে আবেগের ভাগাভাগি করে নেয়া হলো আমার উদ্দেশ্য। শ্রোতারা তাদের নিজের মতো করেই তা গ্রহণ করে এবং তাদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়েই এর আস্বাদ নেয়।'

যতটুকু সম্ভব জীবনকে আবিষ্কার করার জন্য তিনি শ্রোতাদের প্রতি আবেদন রাখেন। "জীবনযাপনের অজস্র পথ রয়েছে আমাদের এই গ্রহে। জটিলতা ও সমস্যার জন্য জীবন নিভিয়ে দেয়া যায় না। যেহেতু জীবন হলো মহামূল্যবান, জীবনের সবকিছুই ..."। তাই তিনি জীবনের গান করেন ঃ 'আই'ম অ্য অপটিমিস্ট বাই চয়েস নট বাই স্টুপিডিটি...'।

আবু মুসা চৌধুরী সূত্র ॥ ইন্টারনেট